KAVITA KUSUMANJALI

PART II

FOR CHILDREN

BY

KRISHNA KISHORE BANERJEA

Twentyfourth Edition

কবিতাকুসুমাঞ্জলি

দ্বিতীয় ভাগ।

বালকদিগের শিক্ষার্থ

৺কৃষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

চতুর্ব্বিংশ সংস্করণ।

সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি—কলিকাতা।

১৯০০।

মূল্য ।০ চারি আনা।

KAVITA KUSUMANJALI

PART II.

FOR CHILDREN

BY

KRISHNA KISHORE BANERJFA

Twentyfourth Edition.

কবিতাকুসুমাঞ্জলি

দ্বিতীয় ভাগ।

বালকদিগের শিক্ষার্থ

৺কৃষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

চতুর্বিংশ সংস্করণ।

সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি—কলিকাতা।

১৯০০।

Calcutta:
PRINTED BY R. DUTT,
HARE PRESS:
46, BECHU CHATTERJEE'S STREET.
PUBLISHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY,
30, CORNWALLIS STREET.

1900.
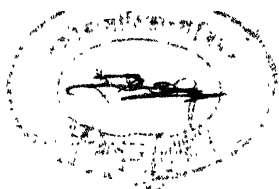
পূর্ব্বভাষ।

বঙ্গবিদ্যালয়ের বালকগণের পাঠ্য কবিতাগ্রন্থ অতি বিরল, একারণ আমি কবিতাকুসুমাঞ্জলি নামে এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছি, কিন্তু এ বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা বলিতে পারিনা। ইহাতে বালকগণের শিক্ষোপযোগী কএকটী বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা গ্রন্থবিশেষের অনুবাদ নহে, কিন্তু এই পুস্তকের কোন কোন স্থানে দুই একটী সংস্কৃত কবিতার ভাব গ্রহণ করা হইয়াছে। আমি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে এই পুস্তকের মুদ্রাঙ্কনকালে কলিকাতা নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মধুসূদন বাচস্পতি ও শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ গুপ্ত এই দুই মহাশয় সংশোধন বিষয়ে বিলক্ষণ আনুকূল্য করিয়াছেন। এক্ষণে বক্তব্য যে মাদৃশ ক্ষুদ্রজনের অশক্তিকৃত কবিতাবলী যে সহৃদয় মহোদয়গণের হৃদয়গ্রাহিণী হইবে সে বিষয়ে আশা করা দুরাশা মাত্র। তবে এই ক্ষুদ্র পুস্তকের দুই একটী শ্লোকও যদি তাঁহাদের সন্তোষকর হয় তাহা হইলেই পরিশ্রম সফল বোধ করিব।

কলিকাতা, }
১২৭৫।১৬ ভাদ্র। }

শ্রীকৃষ্ণকিশোরশর্ম্মা।

২য় বারের পূর্ব্বভাষ।

পূর্ব্বে আমি মনেও করি নাই যে মাদৃশ ক্ষুদ্রজনের রচিত, এই ক্ষুদ্র পুস্তক গুণিগণসমীপে আদৃত হইবে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে

অনেক বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকমধ্যে গৃহীত হওয়াতে এই কবিতা-কুসুমাঞ্জলি দ্বিতীয় বার মুদ্রিত করিতে সাহসী হইলাম, এবার ইহাতে দুইটী নূতন বিষয় সন্নিবেশিত এবং মধ্যে মধ্যে কোন কোন স্থান পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণকিশোরশর্ম্মা।

১৮শ বারের বিজ্ঞাপন।

কতিপয় সুযোগ্য সহৃদয় শিক্ষক মহাশয়দিগের উপদেশানুসারে কবিতাকুসুমাঞ্জলির ২য় ভাগ অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত হইয়া মুদ্রিত হইল। যে সকল কবিতা অপেক্ষাকৃত কঠিন বলিয়া মধ্য বঙ্গবিদ্যা-লয়ের তৃতীয় শ্রেণীর বালকগণের পক্ষে উপযোগী নহে তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। স্থানে স্থানে কঠিন শব্দগুলির সরলতা সম্পাদান করিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছি। যে সকল বর্ণনা বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের তাদৃশ রুচিকর নহে তাহা বিশেষরূপে পরিমার্জ্জিত হইয়াছে। নিদ্রার প্রতি রাজার উক্তি এই প্রবন্ধটী ১ম ভাগের পাঠকদিগের পক্ষে কঠিন হয় বলিয়া এই অষ্টাদশ সংস্করণে ঐ প্রবন্ধটী এই দ্বিতীয় ভাগে সন্নিবেশিত হইল।

এক্ষণে পূর্ব্বোক্তরূপে পরিবর্ত্তিত এই নূতন সংস্করণ শিক্ষিত সমাজের প্রীতিকর হইলেই পরিশ্রম সফল বোধ করিব। ইতি—

কলিকাতা, শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৮ই জানুয়ারী ১৮৯৫।

নির্ঘণ্ট।

—০—

বিষয়	পৃষ্ঠা

কবিতাকুসুমাঞ্জলি

দ্বিতীয় ভাগ।

প্রভাত।

অবসাদে* অঙ্গ ঢালি রজনী এখন,
প্রাচী† দিক পরিহরি করিছে গমন।
পূর্ব্বদিক আলোময় পশ্চিমে আঁধার,
জ্ঞান হয়, যেন যোগ গঙ্গা যমুনার।
নভস্তলে অস্ত যায় যত তারাগণ,
ধরাতলে কুমুদিনী মুদিল নয়ন।
সেই দুখে নিশানাথ যেন শোভাহীন,
দেখিতে দেখিতে দেখ হ'তেছে মলিন।
ডাকিছে কুক্কুটগণ, কা কা করে কাক,
আহরিতে মধু মধু-মাছি ছাড়ে চাক।

* অবসন্নতা। † পূর্ব্ব।

ফেউ ফেউ রবে রবে ফেরুপাল বনে,
তা শুনে শ্বগণ ডাকে মিলিয়া স্বগণে।
কাক ভয়ে পেচাগণ পলায়ন করে,
তরুর কোটরে কিংবা গিরির গহ্বরে।
শাখীর শাখায় বসি যত পাখিগণ,
মধুস্বরে করে রব শ্রুতিরসায়ন।
তাহা শুনি ত্বরা করি গা তোলে তখন,
প্রবাস গমনে যারা করেছিল মন।
যত পান্থ পান্থশালা ত্যজিয়া এখন,
কল কল রবে সবে করিছে গমন।
বিকাশে কোরকচয় অতি সুশোভন,
গুণ গুণ রবে তায় ধায় ভৃঙ্গগণ।
ঘাসের উপরি হেরি নিশার নীহার,
মুক্তাজাল বলি ভ্রম হয় সবাকার।
তুষারের বিন্দুবাহী শীতল পবন,
কুসুমসৌরভ হরি করে সঞ্চারণ।
পরশিলে সে সমীর শরীর জুড়ায়,
নূতন জীবন পায় যত জীব তায়।
লোহিত অরুণ নীল গগনে উঠিল,
জবা যেন সাগরের সলিলে ভাসিল।

দেখিতে দেখিতে ধরা পূর্ণ কলরবে,
নিজ নিজ কাজে যায় ত্বরা করি সবে।

মিত্র।

কে বল বিরত করে পাপ পথ হ'তে ?
কে তব সুযশ গান করে নানা মতে ?
কে তোমায় পুণ্যপথে ল'য়ে যেতে চায় ?
কে বল বিপত্তিকালে ফেলে না পলায় ?
কে তব সম্পদে ভাসে সুখের সাগরে ?
কেবা হয় তব দুঃখে কাতর অন্তরে ?
কে তোমার গুপ্ত কথা করয়ে গোপন ?
জান না কি তুমি তারে, মিত্র সেই জন।

দ্রুতগতিকাল।

বীরের হাতের তীর কত বেগে ধায় !
ততোধিক কালগতি জানা নাহি যায়,
মাথা কুটে মর যদি ফিরে নাহি আসে,
সাগরে প্রবাহ যথা, নিত্যকালে মেশে,*
যে জন চতুর, তায় বৃথা না কাটায়,
বোকায় না বুঝে পরে করে হায় হায়।

* প্রবাহ যথা সাগরে মেশে, কাল তথা নিত্য কালে মেশে।

হিতোপদেশ।

সজ্জনের সহবাসে কর অভিলাষ,
গুণিগণে অনুরাগ সতত প্রকাশ,
পূজ্যপাদ গুরুজনে করিবে বিনয়,
পাইবে নিয়ত নিজ অপবাদে ভয়।
বিদ্যায় যতন কর, খলসঙ্গ ত্যজ,
পরিহর পাপপথ, সদা ক্ষমা ভজ।
যতন করহ সদা ইন্দ্রিয় দমনে,
সর্ব্বকাজে জগদীশে রাখিবে স্মরণে।
মান্য কর মানী জনে, নিজ গুণ ঢাক,
যশ লভিবারে তুমি সদা রত থাক;
যদি হয় অরি, তবু করিবে বিনয়,
দীনহীন জনে তুমি হইবে সদয়।
সুধী জনে সেবা কর, ত্যজ নিজ মদ,
ঘুচাতে যতন কর লোকের আপদ।
অসতের সহবাস করোনা কখন,
দিবানিশি পুণ্যপথে কর বিচরণ।
সহোদর-স্নেহ কর দেশবাসী জনে,
দেববোধে ভক্তি কর পিতার চরণে।

কুবচন কভু তুমি মুখে না আনিবে,
প্রত্যক্ষ দেবতা বলে মাতারে মানিবে।
ভাই ভগ্নী আদি যত পরিজন জনে,
সতত তুষিবে তুমি স্নিগ্ধ আচরণে।
প্রাণান্তেও পরনিন্দা করোনা কখন,
কার্য্যকালে পরিণাম করিবে চিন্তন,
প্রতিনিশ যাবে যবে আপন শয়নে,
করিনু কি কাজ আজি বিচারিবে মনে।
যদি লোকপ্রিয় হবে প্রিয় শিশুগণ!
তবে এই উপদেশে রেখ নিজ মন।

নিদ্রার প্রতি রাজার উক্তি।

বিশ্রামদায়িনী নিদ্রা! এ কি চমৎকার,
অবাক্ হয়েছি দেখি তোমার আচার।
কি কৌশলবলে যত জীবজন্তুগণে,
মুগ্ধ করি রাখিয়াছ, বল তা কেমনে?
মানুষের কোলাহল শুনিতে না পাই,
তরূপরি বিহঙ্গের কলরব নাই।
কোনদিকে পশুরব শুনা নাহি যায়,
নাহি শুনি প্রতিধ্বনি পর্ব্বত-গুহায়।

হায় ! কি শকতি তব কে কহিতে পারে,
ঘিরেছ বিস্মৃতি জালে সকল সংসারে।
পুত্রশোক-কালানল* হৃদে যার জ্বলে,
সে ভোলে দুঃসহ শোক তোমার কৌশলে !
সকল সংসার, দেবি ! তোমার কৃপায়,
সব দুখ পাসরিয়া আরামে ঘুমায়।
বড় ভালবাস তুমি শ্রমজীবী জনে,
তাই দ্রুত যাও তার কুটীর-ভবনে।
দেখিলে শয্যার দশা গায়ে আসে জ্বর,
দুর্গন্ধ মলিন তাহা অতি ঘৃণাকর।
যদি তায় শ্রমজীবী করয়ে শয়ন,
দ্রুত গিয়া কর তার মুদিত নয়ন,
হায় রে ! মনের দুঃখ কত আর কব,
নাহি ভাল লাগে তব আমার বিভব।
এই যে আলোক-মালা-শোভিত ভবন,
হেরি হয় পুলকিত সকলের মন।
বিচিত্র এ চিত্র সব শোভে চারি ভিতে,
নিরখি নয়ন কভু না পারে ভুলিতে।

* কালানল—প্রলয়কালের অগ্নি, ধ্বংসকারক আগুন।

চারিদিকে শোভা করে কুসুম-কানন,
মনোহর গন্ধ তার আনিছে পবন।
এ হেন সুখের ঘরে সুখের শয়নে,
শয়ন করিয়া সাধি তোমার চরণে।
তথাপি আমার প্রতি দয়া নাহি হয়,
কে জানে তোমার ভাব কে করে নিশ্চয়?
রে পক্ষপাতিনী নিদ্রা, এ কি অবিচার,
প্রাসাদে আসিতে কেন প্রমাদ তোমার?
বিনয়ে সুধাই তাই, কহ অকপটে,
কি দোষে হয়েছি দোষী তোমার নিকটে।

রাজগণ, নিদ্রাসুখে বঞ্চিত কেন? শিক্ষক মহাশয় বালকদিগকে বুঝাইয়া দিবেন।

বৃক্ষ।

বল বল ওহে তরু সুধাই তোমায়,
কি সাধে বসতি কর পাপ জনপদে?
কেন বা যাতনা এত সহ পদে পদে?
কেন এত অনুরাগ তোমার হেথায়?

লোকালয়ে থাকি সদা কর উপকার,
সে গুণ মানিয়া মনে তোমায় কে মানে ?
জাননা কি নরে নাহি কৃতজ্ঞতা জানে ?
তথাচ সতত তোষ মন সবাকার।

নয়নের সুখ দাও হরিতবরণে,
কুসুম-সৌরভে তুমি তোষ নাসিকায়,
সুমধুর ফলে দাও তৃপ্তি রসনায়,
শরীর শীতল কর পল্লব পবনে।

শ্রবণের সুখদানে তব শক্তি নাই,
তাই বুঝি ডাকি আন বিহঙ্গমগণে,
বসায়ে সে সবে নিজ পল্লব আসনে,
করাও সুরব, যাহে শ্রবণ জুড়াই।

যখন পথিকগণ ভানুর কিরণে,
ক্লান্তকায় হ'য়ে লয় তোমার আশ্রয়,
তাহাদের কত সেবা করি সে সময়,
অতিথি সেবনে শিক্ষা দাও এ ভুবনে।

বসায়ে আশ্রিত জনে শীতল ছায়ায়,
পল্লব বীজনে কর শ্রম নিবারণ,
ফল উপহার দাও করিতে ভোজন,
নানামতে তোষ তারে বিবিধ সেবায়।

কত কব তরুবর! গুণস্তব তব,
যখন মানব হয় পীড়ায় আকুল,
দিয়া তারে নিজ অঙ্গ-ত্বক্ পত্র মূল,
তখনি আরাম কর তার রোগ সব।

কাঠুরিয়া কাটে যবে তরু তব মূল,
ক্ষীরপাতছলে বৃথা করহ রোদন,
তথাচ আপন ভাব ছাড়না তখন!
ছায়াদান কর তারে হয়ে অনুকূল।

অরেরে কৃতঘ্ন নর পাষাণহৃদয়!
এ হেন তরুর মূল কাট অনায়াসে,
উপকার একবার মনে নাহি আসে,
বুঝিনু মানব সম নাহিক নির্দ্দয়।

প্রাসাদ ও কুটীর।

ওরে নীচাশয়, তৃণ-পর্ণ-ময়
কুটীর, তোমারে কই,
আমার বচন, শুন দিয়া মন,
হিতকারী তব হই।
আমারে শরণ, কররে এখন,
ঘুচে যাবে তব দুখ,
মম উপাসনা বিনা এ যাতনা
যাবে না, হবে না সুখ!
প্রবল অনিল, করকা সলিল,
হ'লে, ঘটে ঘোর দায়,
তৃণ পর্ণ যত উড়ে অবিরত
জলে গলে তব কায়।
তোমার ভিতরে চীর বাস প'রে,
নীচ নরে করে বাস,
মর সদা দুখে, দেখে পর সুখে,
সহ কত উপহাস!

মম যে বিভব, তোমারে কি কব
স্বপনের অগোচর,
যত ভাগ্যধরে, সদা সেবা করে,
জানি মোরে সুধাকর ;
কুটীর নিয়ত, হ'য়ে অনুগত,
থাক মম পদানত,
তাহাতে তোমার, যাবে দুখভার,
হবে সুখ নানা মত।
কহিছে কুটীর, নত করি শির,
শুনি প্রাসাদের বাণী,
সত্য বটে তব অনেক বিভব
আছে, তাহা আমি জানি।
কিন্তু সৌধবর, অনেক অন্তর,
তোমায় আমায় আছে,
আমার সুষমা অতি অনুপমা
ও শোভা কি তার কাছে।
তোমার ভিতরে সদা বাস করে,
কলুষ পিশাচ যত,
তাহাদের কাজ, হেরি হয় লাজ,
হ'য়ে থাকি জ্ঞান হত।

তাড়না গঞ্জনা, চাতুরী বঞ্চনা,
কত যে দেখহ তুমি,
সত্য দয়া ধর্ম্ম, আর হিত কর্ম্ম,
না পরশে তব ভূমি।
সদা কদাচারী, গুপ্ত বেশধারী
নরে তব সেবা করে,
কিন্তু শান্ত মন, যত সুধী গণ
তোমারে না সমাদরে!
পুণ্যপথগামী যদি তব স্বামী,
কভু কোন জন হয়,
নাহি ভাল বাসে, প্রাসাদ নিবাসে,
লয় শেষে মমাশ্রয়।
একি হে প্রাসাদ! তোমার প্রমাদ,
বিশদ করিয়া বল,
কেন অহঙ্কার, কর, বার বার,
কি আছে তাহাতে ফল।
উচ্চশির ধর, যেন শৃঙ্গধর,
সুধা-সিক্ত তব কায়,
দগ্ধ মৃত্তিকার, গঠন তোমার,
নানা সাজে শোভা পায়।

সমদ বচন, করিলে শ্রবণ,
কারু নাহি সরে বাক্,
এইতো তোমার, মদ-মূলাধার,
ইহাতেই এত জাঁক !
কোথা রবে তব, এ বৃথা বিভব,
কালে সব লয় হবে,
আর কত দিন, দেখে মোরে দীন,
গরবের কথা কবে।
তোমার আমার, হবে একাকার,
কোন ভেদ নাহি রবে,
কোথা রবে তুমি, হবে বনভূমি,
কেন বৃথা মদ তবে।

আকাশ।

পরম মহান্ তুমি ওহে মহাকাশ !
সর্ব্বদা সকল দেশে পাইছ প্রকাশ।
যদি আমি তব মূর্ত্তি ভাবিবারে যাই,
অবাক হইয়া থাকি কূল নাহি পাই।

কত চন্দ্র, কত সূর্য্য, কত শত গ্রহ,
কতই তারকা, কত ভাস্বর বিগ্রহ,*
সুবিস্তীর্ণ চক্রপথে করিছে ভ্রমণ,
তোমার অনন্তোদরে কে করে গণন।
অজ্ঞেয় অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড অপার,
তোমার সুদীর্ঘ কায় আধার তাহার।
একে একে ভিন্ন ভাবে ক্ষুদ্র পুষ্প প্রায়,
সুদূরে রহিয়া তারা সদা শোভা পায়।
কবিগণ ও মূরতি ভাবি মনে মনে,
হারি মানিয়াছে তব স্বরূপ কথনে।
নিরুপায় কবি শেষে কল্পনার বলে,
কখনো তোমায় স্বচ্ছ কভু নীল বলে।
নিশায় তারকা রাশি হীরক ভূষায়,
মনের মতন করি তোমায়ে সাজায়।
ঊষায় তোমার অঙ্গে সিন্দূর মাখায়,
ধরায় বসিয়া কত শোভা দেখি তায়।
দিনে দেয় সূর্য্যমণি তোমার মাথায়,
ভুবন আলোকময় তাহাতে দেখায়।

---

* উজ্জ্বল মূর্ত্তি, দীপ্তিশীল মূর্ত্তি,—গ্রহ, উপগ্রহ ইত্যাদি।

যখন জলদ জালে তোমারে আবরে,
সতত তড়িত মালা তাহাতে সঞ্চরে ;
কড় কড় রবে হয় মেঘের গর্জ্জন,
তখন তোমার রূপ হৃদয়-কম্পন।
বসন্ত মলয়ানিল সঞ্চরে যখন,
জ্ঞান হয় তব অঙ্গে করয়ে বীজন,
মেঘ, বৃষ্টি, ঝঞ্ঝা-বায়ু দেখা নাহি যায়,
কলকণ্ঠ পাখী সব উড়িয়া বেড়ায়।
চন্দ্রের চন্দ্রিকাচয়ে ধবল ভুবন,
জ্ঞান হয়, সুধাময় শান্ত দরশন।
সে সময় তব অঙ্গ সুনীল দেখায়,
কিন্তু কিছু নয়, সব কবি কল্পনায়।
তোমার জন্মের কথা শাস্ত্রকারগণ
অম্লান বদনে সদা করিছে কীর্ত্তন।*
কিন্তু বল হে আকাশ! মম মনে লয়,
নাহি তব আদি অন্ত—নাহি জন্ম হয়।

---

* পণ্ডিতেরা সাংখ্য, বেদান্ত প্রভৃতি দর্শন শাস্ত্রে আকাশের উৎপত্তি স্বীকার করিয়াছেন।

জননী আমার।*

স্তন দুগ্ধে কে আমারে করিত পোষণ,
কে জুড়াত তুলি কোলে শান্তির আধার,
কে করিত এ অধরে মধুর চুম্বন,
স্নেহের প্রতিমা সেই—
জননী আমার।

নিদ্রা যবে পরিহার করিত নয়ন,
"মাসি পিশি" গান গেয়ে চুমি বারবার
কে করিত নিবারণ শৈশব রোদন,
স্নেহের প্রতিমা সেই—
জননী আমার।

অচেতন ঘুমঘোরে শুইয়া দোলায়,
কাছে বসি কে ফেলিত প্রেম অশ্রুধার ?
কে দেখিত চেয়ে চেয়ে মোহিয়া মায়ায়,
স্নেহের প্রতিমা সেই—
জননী আমার।

* এই কবিতাটী বৰ্দ্ধমান বিভাগের উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষার পাঠ্যের অন্তর্গত নহে।

কাঁদিতাম যবে আমি ব্যথায় পীড়ায়,
কাঁদিয়া কে নিরখিত নয়নের ধার,
মৃত্যু পাছে গ্রাসে মোরে কে ভাবিত হায়!
স্নেহের প্রতিমা সেই—
জননী আমার।

লুঠিতাম যবে আমি পড়িয়া ধরায়,
কে আসিত বেগে ছুটে করিতে উদ্ধার,
কে ভুলাত মিষ্টভাষে চুমি বেদনায়,
স্নেহের প্রতিমা সেই—
জননী আমার।

কে শিখাত শিশুমুখে বিভুগুণ গান,
কে শিখাত বিভুপ্রেম সংসারের সার,
কে শিখাত জ্ঞান পথে করিতে পয়ান
স্নেহের প্রতিমা সেই—
জননী আমার।

জননি! জীবনে আমি পারি কি ভুলিতে,
সেই দয়া, সেই স্নেহ, মহিমা তোমার,

তব পদে ভক্তি পুষ্প অঞ্জলি সঁপিতে,
স্নেহের প্রতিমা তুমি—
জননী আমার।

স্বপনে কি জাগরণে সতত যতনে,
স্মরিব তোমার সেই স্নেহ পারাবার,
জীবন সার্থক হবে ভাবিলেও মনে,
স্নেহের প্রতিমা তুমি—
জননী আমার।

জরা যবে তব দেহে করিবে আশ্রয়,
কোলে করি সেবা আমি করিব তোমার,
ঘুচাব যাতনা তব সাধ্য যদি হয়,
স্নেহের প্রতিমা তুমি—
জননী আমার।

অন্তিমে হেরিব যবে নত তব শির,
বসিয়া শয্যার পাশে রব অনিবার,
ভক্তিভরে বরষিব নয়নের নীর,
স্নেহের প্রতিমা তুমি—
জননী আমার।

খল।

ও খল! কেমন তোমার রীতি,
ভেবে তব ভাব হতেছে ভীতি।
ছলনা চাতুরী কত যে জান,
কজনে জানে হে তোমার ভাণ।
বচন তোমার মধুর হয়,
হৃদয় বিষম গরলময়।
মুখে যাহা বল কাজে না ফলে,
সে মরে, যে পড়ে তোমার কলে।
কুটিল জটিল কপট মতি,
পর অপকারে নাহি বিরতি;
শরীর ধবল* হৃদয় কাল,
বাসনা কর না কাহার ভাল।
সতত হে তব মুখবিবরে,
রসনা সাপিনী বসতি করে।
আছে কি জগতে হেন কুকাজ,
যা করিতে তব উপজে লাজ।
আমার অযশ ঘোষণা করে,
ভাস যদি তুমি সুখসাগরে;

* ধবল—সুন্দর।

ইহা হ'তে সুখ কি আছে আর,
আমা হ'তে তোষ হ'লো তোমার।
লোকে করে দুখে ধন উপায়,
পরতোষ হেতু বিতরে তায়।

প্রভাতের চন্দ্র।

নিশা শেষে নিশাপতি! কোথা যাও দ্রুতগতি
বিষাদে ছাড়িয়া নিজ দেশ,
নাই তব পূর্ব্বশোভা, জগতের মনোলোভা,
দুঃখ হয় দেখে দীনবেশ।
বিধু হে বিধুর* কেন, মলিন হতেছ হেন,
বল বল কিসের লাগিয়া,
কোথা সেই অভ্যুদয়, ধবল চন্দ্রিকাচয়,
কোথা গেল তোমারে ছাড়িয়া।
উজ্জ্বল মূরতি ধরি, ভূধর মস্তকোপরি,
পাদন্যাস† এই করেছিলে,
প্রকাশিলে কত গর্ব্ব, কে তাহা করিল খর্ব্ব,
কার ভয়ে এমন হইলে?

---

* বিধুর—কাতর। † পাদ—কিরণ এবং চরণ।

বুঝি যার অংশুধনে, চুরি করি সংগোপনে,
প্রকাশ করিলে মদ কত,
দেখে তার আগমন, করিতেছ পলায়ন,
তাই বুঝি বিষণ্ণ এমত।*
সুনীল বসন পরি, প্রাচীদিক পরিহরি,
এই গেল পশ্চিমে রজনী,
দ্রুতপদে তথা যাও, যদি তার দেখা পাও,
পাবে নিজ সম্পদ এখনি।
দেখ দেখ তারাচয়, দেখে তব অসময়,
হ'ল হেন কাতর অন্তরে,
আর তুমি নাহি রবে, ভাবি একে একে সবে,
ডুবিতেছে গগনসাগরে।
দেখ হে মানবগণ! অভ্যুদয় কতক্ষণ,
রহে যায় জলবিম্ব প্রায়,
ক্ষণে হয়, ক্ষণে রয়, ক্ষণে ক্ষণে পায় লয়,
তবে কেন কর গর্ব্ব তায়।

---

* শিক্ষক মহাশয় সূর্য্যকিরণের অনুপ্রবেশে চন্দ্রের প্রকাশ হয়, উহা স্বয়ং জ্যোতির্ম্ময় নহে ইহা বুঝাইয়া দিবেন।

কহিনুর।

সুধাই হে কহিনুর! কহিবে স্বরূপ
কি বিষাদে ভারতের বসতি ত্যজিলে?
কেন হ'লে নিজ দেশে নিদয় এরূপ?
কেন বা সাগর পারে গমন করিলে?

ভারত অমূল্য-নিধি, মণিশিরোমণি;
স্বদেশের নৃপগণে সকলে তোমায়,
আদরে রাখিত সদা করি শিরোমণি,
তবে তুমি কেন নাহি রহিলে হেথায়?

অনুমানি মনে আমি ওহে মণিবর!
নিগূঢ় প্রণয় তব স্বাধীনতা সহ,
তাই সদা থাক হ'য়ে তার সহচর,
কদাচ না সহে তব তাহার বিরহ।

আজন্ম বসতি করি হিন্দুরাজ ঘরে,
দুর্ব্বল দেখিয়া হায় ত্যজিলে তাহায়,
স্বাধীন যবন গেহে গেলে তুমি পরে,
অধীনে কি পারে মণি! পুষিতে তোমায়?

না লাগিল ভাল তব যবন আলয়,
তাই বুঝি ত্যজিলে হে তার সহবাস,
সাহসিক শিকরাজে হইলে সদয়,
কিছু কাল পরে তার ছাড়িলে নিবাস।

যদিও তোমার মণি! ভারতের সনে
সম্বন্ধবন্ধন আছে পূর্ব্বের মতন,
তবু তব স্বদেশের এই খেদ মনে,
আর কভু নাহি পাবে তব দরশন।

ভারত নিবাসী যদি রাজ্য দেশ পায়,
তথাচ স্বদেশ মায়া ছাড়েনা কখন,
নিদয়! ত্যজিয়া তুমি এ সুখনিকায়,
দেখালে পাষাণধর্ম্ম, বুঝেছি এখন।

যবে তুমি হে পাষাণ! জাহাজে উঠিলে,
চেয়েছিল দীনভাবে দুর্ব্বল ভারত;
তুমি তাহে মনে কিছু খেদ না করিলে,
উচ্চপদ পেয়ে গেলে করি গর্ব্ব কত।

মণি হে! সাগর পারে করিলে বসতি,
ভাবি ইহা, খেদ হয় আমাদের মনে;
সুখী হই, শুনি যবে ভারতের পতি,
আদরে তোমারে রাখে মুকুট ভূষণে।

দাস।

তুষিতে প্রভুর মন সদাই প্রণত,
প্রাণপণে প্রভু আজ্ঞা পালিতেই রত;
সুখাশয়ে দুঃখ পায় যেবা অনুক্ষণ,
সেবক ব্যতীত হেন মূঢ় কোন্ জন।

পাব উচ্চ পদ আর রাশি রাশি ধন,
ভাবি স্বাধীনতাধন করে বিসর্জ্জন।
কিন্তু তায় জানে না যে বিড়ম্বনা কত,
কে হেরেছে হেন মূর্খ সেবকের মত।

কত কটুকথা সয় চাটুবাক্য কয়,
যোগায় প্রভুর মন পদানত রয়,
কি ফল তাহাতে ফলে ভাবে না কখন,
এ হেন বর্ব্বর কোথা, সেবক যেমন।

মনে মনে জানে পিতা পরম দৈবত,
তাঁরে না সেবিয়া হয় প্রভুসেবারত।
ভাবিলে যাহার কাজ দেহ যায় জ্ব'লে,
অভাগা দাসের সম কে আছে ভূতলে।

মুখে বলে স্বাধীনতা মহামূল্য ধন,
কাজে ভাবে প্রভুসেবা পরম রতন।
যদি যায় দাস্য, তায় করে হায় হায়,
কে বল অবোধ হেন সেবকের প্রায়।

পরাৎপরে নাহি ভজে নরাধম মজে,
মিছে মহামূল্য কাল কাটায় সহজে।
অর্থ লয়ে পরমার্থ বেচে যেই জন,
পামর সেবক সম কে আছে এমন।

নিত্যকাল।

ওহে মহাকাল! দেখি কি ভাব তোমার,
ভাবি ভ্রমচক্রে মন ঘুরিছে আমার।
কত যে দেখাও খেলা অখিল ভুবনে,
সামান্য মানবমতি বুঝিবে কেমনে।

হেরিয়া তোমার লীলা হইল নিশ্চয়,
সকলি করিতে পার তুমি হে সময়।
করেছ সাগর খাতে গহন কানন,
তুলেছ নদীর মাঝে ত্রিতল ভবন,
যে পথে চালাও তুমি শকট সকল,
সেই পথে আন পরে নাবিকের দল।
সিংহকুলে সমাকুল কানন ভিতর
করেছ মানবপূর্ণ বিস্তর নগর।
বিলাসীর নিকেতনে শিবার আলয়,
কে আর করিতে পারে বল হে সময়!
তোমার সংহার মূর্ত্তি ভাবিলে, অন্তর
ভয়ে ভীত হ'য়ে সদা কাঁপে থর থর!
অসীম বিক্রম তুমি অজেয় জগতে,
নিদয় হইলে রক্ষা নাহি কোন মতে।
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ কৃপ আর ধনঞ্জয়,
ভীম-পরাক্রম ভীম আদি বীরচয়।
পরাক্রান্ত মহাবীর আলেগজাণ্ডার,
বীর্য্যবান্ বনাপার্ট সম্রাট্ আকবর,
আর কত শত বীর কে করে গণন,
সকলে তোমার হাতে পেয়েছে নিধন।

কেবল রহিবে তুমি কিছু নাহি রবে,
জানি সব তব মুখে কবলিত হবে।
রাজা প্রজা দীনহীন কিবা ধনবান্,
পড়িলে তোমার কোপে সবাই সমান।
না কর গৌরব তুমি পুণ্যশীল নরে,
পাপীর পরশে ঘৃণা কর না অন্তরে।
কিন্তু যে মানব সদা পুণ্যপথে চরে,
সে তোমার মূর্ত্তি হেরি কভু নাহি ডরে।
আহা মরি কি সুন্দর হস্তিনা নগর,
ইন্দ্রপুরী সম ছিল অতি মনোহর।
নৃপগণ নানা রত্ন করি আহরণ,
সাধে দিয়াছিল তায় বিবিধ ভূষণ।
কি কহিব তার শোভা বলা নাহি যায়,
যাহা বল তাই হয় সম্ভব তাহায়।
কেমনে নিদয়! তাহা করিলে সংহার,
হায় রে সময় তব ভাব বুঝা ভার।
খলতার কথা তব কি কব সময়!
স্মরিলে অতুল খেদে বিদরে হৃদয়।
জননী-জীবন-ধন সন্তান-রতন,
যার সম নাহি কেহ স্নেহের ভাজন,

করিলে যাহারে কোলে হৃদয় জুড়ায়,
অমৃত বিস্বাদ যার মধুর কথায়।
নয়নের রসাঞ্জন চন্দ্রানন যার,
হেরিলে উথলে সুখ-সাগর অপার।
যদি শিশু মা মা ব'লে সম্বোধন করে,
ধরাধামে বসি মাতা চাঁদ পান করে,
অরে রে কুটিল কাল! পাষাণ হৃদয়,
চুরি কর সে রতন হইয়া নিদয়,
হারাইয়া পুত্র ধনে পাগলিনী প্রায়,
প্রসূতি কাঁদিছে হায় পড়িয়া ধরায়।
কোন্ প্রাণে ওরে কাল দেখিস্ নয়নে,
কার সাধ্য, তোর ভাব বুঝে কোন্ জনে।

কেকয়ী ভবনে দশরথের প্রতি রামের উক্তি।

বল বল মহারাজ! বিষণ্ণ বদনে,
ধরায় পতিত আজি কিসের কারণে;
কেন দুনয়নে বারি ঝরে অনিবার?
কেনই হইল, তাত এ ভাব তোমার?
কেন বা নয়নদ্বয় করি নিমীলন,
নিরাসনে শুয়ে আছ হয়ে অচেতন?

কেন এ মঙ্গল দিনে হেন দীন ভাব,
কি লাগি কাতর এত কিসের অভাব ?
কে দিল মরমে তব দারুণ বেদনা,
বল দাসে অনায়াসে ঘুচাব যাতনা।
তোমার বিষণ্ণ ভাব হেরি প্রাণ যায়,
বিলম্ব না সহে আর, বলহ আমায়।
তনয়বৎসল তুমি ওহে কৃপাময়,
কৃপা করি কও কথা, আগত তনয়।
যদি আমি করে থাকি, দোষ ও চরণে,
প্রকাশ করিয়া বল রেখ না গোপনে।
আনন্দ করিতে কত দেখিলে আমায়,
এখন দেখিয়া কেন নিরানন্দ হায় !
এ ঘোর যাতনা যদি আমার কারণ,
হ'য়ে থাকে তব পিতঃ ত্যজিব জীবন।
পিতার তাপের হেতু যে তনয় হয়,
কুলের কলঙ্ক সেই সে নয় তনয়।
কাজ নাই ছত্রদণ্ডে রত্নসিংহাসনে,
কাজ নাই গজ বাজি স্বর্ণ আভরণে।
কাজ নাই স্বর্ণ রথে আর রাজ্যপদে,
তুচ্ছ মনে করি আমি এ সব সম্পদে।

সহিতে না পারি পিতঃ চক্ষুঃ মেলি চাও,
সুমধুর আলাপনে জীবন জুড়াও।
কি চিন্তা তোমার পিতঃ থাকিতে এ দাস,
এখনি করিব, বল, যাহা অভিলাষ।
কে আছে পিতার সম এ তিন ভুবনে,
বিক্রীত হইয়া আছি পিতার চরণে।
পিতাই পরম ধর্ম্ম পিতা মহাতপ,
পিতাই পরম গুরু, পিতা ধ্যান জপ।
তুষ্ট হ'লে পিতৃপদ হৃষ্ট এ ভুবন,
জনম সফল হয় সার্থক জীবন।
অতএব ভক্তিপদ কে তব সমান,
বলহে মনের কথা ত্যজি অভিমান;
কি না করিবারে পারি তোমার আদেশে
বল যদি, এই দণ্ডে যাই বনবাসে।

দারিদ্র্য দুঃখ।

কি ক্ষণে এসেছি আমি এ ভব ভবনে,
না পেলাম কোন সুখ এ ছার জীবনে।
অপ্রতুল অহরহ জ্বালায় আমায়,
যাচ্‌ঞা পিশাচী সদা নাচে রসনায়।

কলহ কাতর ধ্বনি সতত ভবনে,
অপমান কালানল জ্বলে সদা মনে।
দারিদ্র্য রাক্ষস ভয়ে মম গুণ-গণ*
মলিন বিবর্ণ ভাব করেছে ধারণ।
যমদূত সম রোগ সদা মোর ঘরে,
অবিরত অবিবাদে আধিপত্য করে।
গুণের গৌরব কেহ করে না আমার,
পদে পদে কত শত সহি তিরস্কার।
হাস্যহীন মুখ মম সদাই বিরস,
প্রতিবেশী ভাই বন্ধু কেহ নহে বশ!
অন্ন বিনা বলহীন দুঃখ কব কত,
মলিন বসনে হায় গ্রন্থি শত শত।
ধনীর পরুষ বাণী শুনি নিরন্তর,
বধির হইল মম শ্রবণকুহর।
দিবানিশি পরিজন কুবচন কয়,
সম্ভাষে না প্রতিবেশী যদি দেখা হয়।
আমার কুটীর পানে কেহ নাহি চায়,
ভিকারীও ঘৃণা করি বদন ফিরায়।

* গুণ—দয়া, দাক্ষিণ্য, বিনয়, সৌজন্য, ধৈর্য্য ইত্যাদি।

কত মনোরথ মম মনে মনে হয়,
খদ্যোতের জ্যোতিঃ প্রায় ক্ষণে পায় লয়।
দশের সভায় বসি যদি কই কথা,
কেহ নাহি শুনে কাণে কত পাই ব্যথা।
একি পাপ, পরগৃহে চোরে ধন হরে,
মোরে লোকে চোর বলি কাণাকাণি করে।
কুকুর ইন্দুর ঘরে না পেয়ে ভোজন,
কৃশ হ'য়ে প্রাণ ল'য়ে করেছে গমন।
পোড়া মুখে দুঃখ কত প্রকাশিব আর,
লূতাতন্তু* জালে ঘেরে উনন আমার।
ক্ষুধায় জঠর জ্বলে খেদ নাহি তায়,
কিন্তু এই দুখ প্রাণে সহা নাহি যায়।
স্নেহের পুঁতুল সম সন্তান সকল,
ক্ষুধায় না অন্ন পায় কাঁদয়ে কেবল।
মলিনবদনে মম প্রেয়সী তখন,
আশ্বাস বচনে তোষে তাহাদের মন।
সুতের নয়ন-জল অঞ্চলে মুছায়,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া হায় আমারে কাঁদায়।

* লূতা—মাকড়সা।

দৈবনিন্দা করি শিরে করাঘাত করে,
বাজের অধিক বাজে আমার অন্তরে।
হায়! অনশনে তার যদি প্রাণ যায়,
তথাপি কাতর ভাব নাহি হেরি তায়।
কেবল সন্তান দুখে দুখিনী সদাই,
ধিক্ রে জীবন! তোর আর ঠাই নাই;
অরেরে দারিদ্র্য! বল্ কত কাল আর,
করিবি বসতি সুখে ভবনে আমার।
কি হবে তোমার, মম হইলে মরণ,
পাবে কি আশ্রয় কভু আমার মতন?
ধন্যরে দারিদ্র্য! তোরে বলিহারি যাই,
তোর মত চোর আমি কভু দেখি নাই;
অভাব তিমিরে ঘর দেখিয়া আঁধার,
সকলি করিলি চুরি কিছু নাহি আর,
কান্তি পুষ্টি শান্তি সুখ সমাদর ধন,
প্রবেশি ভবনে মম করিলি হরণ।
আশা যেই মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করে,
প্রাণ মাত্র আছে তাই দেহের ভিতরে।
ধনী নৃপগণে যদি জানাইতে যাই,
নালিশ না শুনে কাণে না মানে দোহাই।

রহিল অন্তর দুঃখ অন্তরে আমার,
অরণ্যে রোদনে বল কি হইবে আর।
বুঝিলাম ভাগ্যফলে ফলেছে এ সব,
দুখের কাহিনী আর কার কাছে কব।—
আশা কহে কেন দীন ? ভেবে হও ক্ষীণ,
মেঘাবৃত ভানু ভাই ! থাকে কত দিন ?
যাইবে দুর্দিন পুনঃ সুদিন হইবে,
আবার আলোকময় ভুবন দেখিবে।

মহাসাগর।

বহ ওহে মহার্ণব ঘন নীল কায় !
বহ তুমি সাধ্য কার ফিরায় তোমায়।
বিদারি তোমার বক্ষ লক্ষ লক্ষ পোত
যাতায়াত করে বৃথা, কিন্তু তব স্রোত
নিরন্তর এক রূপ এক ভাবে রয়,
কোনকালে হ্রাস বৃদ্ধি লক্ষ্য নাহি হয়।
ধরাতলে মানবের প্রভাব প্রবল,
তোমার নিকটে হয় কুণ্ঠিত কেবল।
কোথা থাকে তাহাদের সাহঙ্কার রব ;
কোথা শিরঃ কম্প, কোথা ধনের গরব ?

সশঙ্ক হৃদয়ে থাকে তোমার নিকটে,
যবে দেখে তব মূর্ত্তি আসি তব তটে।
মৃত্যুকালে ধরাতলে যবে মর্ত্ত্যগণ,
সম্বরিতে মর্ত্তলীলা করয়ে শয়ন,
কত চিহ্ন রাখি তারা লোকান্তরে যায়,
কিন্তু ডুবি তব জলে সকলি হারায়।
সে সময় নাহি হয় শোক ঘণ্টারোল,
না হয় মৃদঙ্গধ্বনি কিংবা হরি বোল,
সজ্জিত কফিন্ * তার থাকয়ে কোথায়,
চরম কালের খট্টা নাহি দেখা যায়।
কোথায় বা থাকে তার বান্ধব তখন,
শুনিতে না পায় কাণে শোকের রোদন।
ডুবিয়া অজ্ঞাত ভাবে অগাধ কমলে, †
শয়ন করয়ে শেষে তব জল তলে।
বহ ওহে মহার্ণব ঘন নীলকায়!
বল এ অনন্ত কায় পাইলে কোথায়।
দেখিয়া অসীম মূর্ত্তি হেন জ্ঞান হয়,
অনন্তদেবের তুমি আসন নিশ্চয়।

---

* খ্রীষ্টানদিগের মৃতদেহ যে বাক্স করিয়া গোরস্থানে লইয়া যায়, তাহার নাম কফিন্।

† কমল জল।

যবে তুমি শান্ত মূর্ত্তি করহ ধারণ,
জ্ঞান হয় অনাদির অসীম দর্পণ ;
কিন্তু যবে ঝঞ্ঝা বায়ু বহে নিরন্তর,
অতিদর্পে স্পর্দ্ধা করি তোমার উপর,
তর্জ্জন গর্জ্জন করি উঠহ অমনি,
উত্তাল তরঙ্গমালা, বিস্তার তখনি ।
উন্মদ পবন স্বন তরঙ্গ হুঙ্কার,
দুয়ে মিলি ভীম রব করয়ে প্রচার ।
তা শুনি যতেক প্রাণী উপকূলবাসী,
আর কত পোতারোহী বণিক বিলাসী,
যুবক যুবতী কত, কত যোধগণ,
কত শিশু, কত বৃদ্ধ করয়ে রোদন ;
প্রাণ ভয়ে কম্পিতাঙ্গ হাহাকার করে,
কত জীব যায় তব করাল উদরে ।
কত ধন কত রত্ন, কত অলঙ্কার,
কত হীরা, কত মণি বিবিধ প্রকার,
কত খাদ্য, কত বস্ত্র, কত বা বাসন,
কত চুনী, কত পান্না, রজত কাঞ্চন,
তোমার ও লম্বোদরে করয়ে প্রবেশ,
কে পারে গণিতে তাহা নাহি তার শেষ

শিশুর শোক।*

(মাতার প্রতি পুত্র)

ডেকে দাও বসন্তকে আমার !
একাকী খেলিতে আমি পারিনা জননি !
ফুটিয়াছে নানা ফুল, গুঞ্জরিছে অলিকুল,
কোথা গেল বসন্ত কুমার।

দেখ মা ! সুরম্য উপবনে,
দুই ভাই রোপেছিনু যে সকল তরু
সে সব সুন্দর গাছে, কত ফুল ফুটিয়াছে,
প্রাণ কাঁদে বসন্ত বিহনে।

ডেকে দাও তারে মা আবার !
ভাই ভাই প্রেমানন্দে, হেসেখেলে ফিরি,
দুই ভাই খেলা করি, মালা গেঁথে গলে পরি,
আমি আর বসন্ত কুমার।

---

* এই কবিতাটী বর্দ্ধমান বিভাগের উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষার পাঠ্যের অন্তর্গত নহে।

(মাতা)

আর বাছা কেন ডাক তারে ?
সেত আর শুনিবে না, তব স্নেহ বাণী
সেত আর আসিবেনা, স্নেহ রসে ভাসিবে না,
ভুলে গেছে সুখের সংসারে।

বিকচ কমল সম মুখ,
যে মুখে মধুর হাসি করিত বিহার,
সেই মুখ লুকায়েছে, ভালবাসা ফুরায়েছে,
ফুরায়েছে সংসারের সুখ।

অল্পজীবী ছিল সে বাছনি,
ক্ষণস্থায়ী প্রস্ফুটিত গোলাপের মত ;
আমাদের ভুলিয়াছে ' স্বর্গধামে পশিয়াছে
একা খেলা কর যাদুমণি !

(শিশু)

সত্য কি মা আসিবে না আর ?
বিফলে ডাকিব কি মা প্রাণের সোদরে ?
প্রফুল্ল কুসুমে ভুলি, পাশরি বিহঙ্গগুলি
চির অস্ত বসন্ত কুমার ?

সাঙ্গ মাগো ভ্রাতৃ সঙ্গ লীলা !
নদীতীরে কি প্রান্তরে যাব না ভ্রমিতে,
মন সুখে দুটী ভাই, মিলিব না এক ঠাঁই,
সুখ স্রোতে বাধা দিল শিলা।

বড় আশা জাগিত মা মনে,
সে আশা জীবনে আর হবেনা সফল,
বসন্তে বসন্ত সনে, ভ্রমিতাম বনে বনে,
ভালবাসা বাড়িত দুজনে।

একেলা নদীর তীরে যাই
তরঙ্গে তরঙ্গ মিশে, স্রোত ব'য়ে যায়,
হেরি নিত্য সেই নীরে, সমীরণ বহে ধীরে,
সুধুই বসন্ত মোর নাই।

অস্তোন্মুখ সূর্য্য।

হে তপন! কোথা বল সে তেজ তোমার?
প্রকাশিত কর যাহে অখিল সংসার।
সে তাপ নাহিক তব সে উদয় নাই,
ক্ষণে ক্ষণে তেজঃ ক্ষয় দেখিবারে পাই।
কেন হ'লে ওহে ভানু! শান্ত দরশন?
কেন হে কিরণজাল জড়ালে এখন?
কেন ক্রমে অধোভাগে করিছ গমন।
কেন বা হইলে এত লোহিতবরণ?
রঞ্জিত হইল সব রাঙ্গারূপে তব।
আবিরে লোহিত যেন হইয়াছে ভব।
সহসা পশ্চিমে যদি ফিরাই নয়ন,
বোধ হয় দাবানলে* পুড়িছে কানন।
চেয়ে দেখ দিবাকর! তব রিপু তমঃ,
আসিছে বিকট বেশে করিতে আক্রম।

* দাবানল (দাব — অরণ্য, অনল — আগুন)। বনোদ্ভব অগ্নি, কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ দ্বারা বনমধ্যে যে অগ্নি উৎপন্ন হইয়া বন দাহ করে।

পূর্ব্বরাজ্য অধিকার করিতেছে ক্রমে,
রাখিবে কেমনে তুমি এ হীন বিক্রমে।
উপকারী মিত্র* বলে মন্ত্রণা দিতেছি;
রাখ বা না রাখ কথা, তবু বলিতেছি।
তমোহর † নাম যদি রাখিবারে চাও!
ত্বরায় যাইয়া তবে বিধুরে পাঠাও।
এখনি আসিয়া শশী নাশিবে তিমির,
ঘুষিবে তোমার যশ সকলে মিহির।
  যদি বল, একি কথা হয় কি এমন,
একে কর্ম্ম করে ফল পায় অন্য জন।
দ্বিজরাজ‡ জয়ী হবে মারি অন্ধকার,
হবে কি পুরুষকার তাহাতে আমার।
এ আশঙ্কা নাই তব জানে সব লোকে,
কলানিধি § আলো করে তোমার আলোকে।
কেন না জানে করে রণ অনুচরচয়,
তাহাতে রাজার হয় জয় পরাজয়।

---

* মিত্র—সূর্য্য ও বন্ধু।
† তমস্—অন্ধকার, হর—যে হরণ করে সূর্য্য। ‡ দ্বিজরাজ=চন্দ্র।
§ কলা—চন্দ্রের ষোড়শ ভাগ, চন্দ্রের ষোলভাগের এক ভাগ, (পুষা, তুষ্টি, চন্দ্রিকা, কান্তি, জ্যোৎস্না, পূর্ণা, শ্রী, ইত্যাদি) কলানিধি—চন্দ্র।

এ বড় আশ্চর্য্য কথা, ওহে প্রভাকর,
থাকিতে সহস্রকর হ'লে হীনকর !
দ্বিকরে মানব নিজ নিবারে পতন,
থাকিতে সহস্রকর পার না তপন।
বুঝিলাম বিধি হয় প্রতিকূল যার,
সাধন থাকিতে হয় নিধন তাহার !
মিহিরে হেরিয়া শিক্ষা কর মর্ত্ত্যগণ !
সুসময়ে অহঙ্কার করোনা কখন।
চিরদিন সম্পদ কি কভু কারু রয়,
সলিলশলেখার ন্যায় ক্ষণে পায় লয়,
অতএব বাড়াবাড়ি কভু ভাল নয়,
নিতান্ত পতন তাহে জানিবে নিশ্চয়।

আশা।

আশা ! কিসে তোর আশা করিব পূরণ,
উপায় না পাই তার, ভ্রমিয়া ভুবন।
যত চাই, পাই যদি মনের মতন,
তবু তব লম্বোদর পূরে না কখন।

ধন ধান্য রম্য হর্ম্ম্য আর হস্তী হয়,
যত হয়, কিছুতেই তৃপ্তি নাহি হয়,
সাগরবেষ্টিত পৃথ্বী পেলেও, বাসনা,
পূরে না উঠে না মন, ঘুচে না কামনা।
নব নব বিষয়েই লালসা তোমার,
পাও যদি স্বর্গপদ, জ্ঞান কর ছার।
কিন্তু এই দুঃখময় সংসার ভিতরে,
তোমা বিনা সাধ্য কার ক্ষণ বাস করে।
দুঃখঘনে * হৃদাকাশ আবরে† যখন,
বায়ুরূপে পরিষ্কার কে করে তখন ?
পুত্রনাশে জননীর দীপ্ত শোকানল,
অমৃত হইয়া তাহা কে নিভায় বল।
পুত্র বিনা বন্ধ্যা নারী করয়ে রোদন,
তুমি তার নেত্রবারি করহ মোচন।
মুমূর্ষু শায়িত যবে মরণ শয্যায়,
তখনো তাঁহারে তোষ অমৃত কথায়।
দুর্ভাগ্য-দলিত-জন-বিরসবদন
সহাস্য করিতে পারে কে আছে এমন ?

* ঘন—মেঘ। † আবরে—আবরণ করে।

অতএব দুঃখরাশি নিবারিতে আর,
তোমা বিনা আছে আশা ! শকতি কাহার ?
শোকতাপ দুঃখময় সংসার দেখিয়া,
কে তোমারে ধরাধামে দিল পাঠাইয়া।
আহা মরি মরি, তিনি কিবা দয়াময়,
সদা যেন তাঁর প্রেমে মন মুগ্ধ রয়।
কভু সর্ব্বদুঃখহরা আশালতা ! তুমি,
সুখফলে সুশোভিত কর মন ভূমি।
দুর্ভাগ্যপবনে ভাঙ্গে তোমারে যখন,
কত দুঃখ দাও তুমি মানবে তখন।
অঙ্কুরিত হ'য়ে পুনঃ নব রূপ ধর,
আশ্বাসিয়া অনায়াসে সেই দুঃখ হর।
কত যে শকতি তব বলা নাহি যায়,
কে রাখিতে পারে আশা ! স্ববশে তোমায়।
দিন দিন এ সংসার হয় পুরাতন,
তুমি সদা নব ভাব করহ ধারণ।
যে পথে ধাইলে তুমি, শান্ত রবে মন,
কেন সেই পথে আশা। না কর গমন ?

মৃগের স্বাধীনতা।

কও হে কুরঙ্গ ! কৃপা করিয়া আমায়,
কত পুণ্য করেছিলে সুধাই তোমায়।
ক্ষুধা পেলে নব নব তৃণাঙ্কুর খাও,
নিদ্রা এলে তরুমূলে সুখে নিদ্রা যাও,
অন্নাভাবে দীনভাবে ধনীদের দ্বারে,
না হয় নরের মত যাইতে তোমারে,
আশাভঙ্গে মনে যত দুঃখের উদয়,
সে সব তোমারে কভু সহিতে না হয়।
ধন আশে ধনীজনে সেবিবারে যত,
দুঃখ হয়, তাহা আমি কহিব হে কত,
নরাধমে প্রভু বলি সম্বোধিতে হয়,
রসনা তুষিতে তারে কত মৃষা* কয়।
শ্রবণ কাতর হয়, শুনি তার ভাষ,
কর্কশ বিরস যেন বিষের আবাস।
মন নহে অভিলাষী যার সহবাসে,
তথাপি থাকিতে হয় তাহার আবাসে।

*মৃষা—মিথ্যা।

তার তুল্য দুঃখী নাই, শুন হে কুরঙ্গ,
যে জন নিয়ত করে অপ্রিয়ের সঙ্গ।
এ সব দুঃসহ দুখ ওহে মৃগবর,
কখন না হয় তব স্বপনগোচর।
আহা মরি কি তোমার তপস্যার বল,
যা হ'তে ফলেছে এই স্বাধীনতা ফল।

বৃদ্ধ।

স্থবির! কি ভাব বসি, তোমার সে সুখশশী
একেবারে অস্ত গেল, আর দেখা পাবেনা,
সুখোপায় যত ছিল, ক্রমে সব পলাইল,
তথাচ বিষয়-ভোগ-লালসা কি যাবে না?
কোথা গেল কাল কেশ, কোথা বা মোহনবেশ,
একে একে হ'ল শেষ অনুরোধে রবে না,
যৌবনের গত সুখ, মনে করি কর দুখ,
মাথা কুটে মর যদি, তবু তাহা হবে না।
অন্যের যৌবনধনে, দেখে দুখ কর মনে,
হতাশ হইয়া ভাব, আর তাহা হবে না,
বয়স হ'তেছে যত, বাড়িছে বাসনা তত,
জাননা কি এ সংসারে চিরদিন রবে না?

ধবল হইল কেশ, কুব্জ তব পৃষ্ঠ দেশ,
ভেঙ্গে গেছে কটিদেশ, আর সোজা হয় না,
কপালে ত্রিবলি মালা, বদনে ঝরিছে লালা,
কম্পমান কলেবর, ক্ষণ স্থির রয় না।
বিগলিত দন্ত সব, প্রভাহীন নেত্র তব,
দুর্ব্বল হয়েছে পদ চলিবারে চায় না,
সঙ্কুচিত তব কায়, করভ-ত্বচের প্রায়,
ঘৃণায় তাহার পানে, কেহ ফিরে চায় না।
শৈশবের বন্ধুগণ, করিয়াছে পলায়ন,
মনের কথাটি কও, হেন জন পাওনা,
বেত্রমাত্র সহচর, হইয়াছে হতাদর,
ঘরে বসি থাক সদা, কোন স্থানে যাও না।
বালক বালিকা যত, ব্যঙ্গ করে কত মত,
সুধালে না কথা কয়, ভয়ে কাছে যায় না,
মাথায় আঘাত কর, ক্রোধভরে জ্বলে মর,
করুণ নয়নে কেহ তোমা পানে চায় না।
খাতির না করে দাসে, পরিজন কটু ভাষে,
ডাকিলে না কাছে আসে, ভাল কথা কয় না,
পূর্ব্বকৃত উপকার, কেবা করে অঙ্গীকার,
তোমার অপার দুঃখ, আর প্রাণে সয় না।

বাটীর বাহিরে বাস, পরিধান মোটা বাস,
ধরিয়াছে শ্বাসকাস, তবু চক্ষু ফুটে না,
জরা জীর্ণ হ'ল কায়, বল বুদ্ধি নাহি তায়,
তথাপি তোমার হায়, মোহ নিদ্রা ছুটে না।
দেহ হ'ল জর জর, হইয়াছ মর মর,
তথাচ মৃত্যুর কথা তুমি ভাল বাসনা,
ভেবেছ অমর হ'য়ে, রবে তুমি এ আলয়ে,
যাইবে শমন ল'য়ে, তাকি মনে জান না।
চিন্তা করে গেল কাল, চিন্তিলে না পরকাল,
আসিছে করাল কাল, সে ভয় কি কর না?
আমার বচন ধর, কেন বৃথা ভেবে মর,
যিনি কালভয়-হর, তাঁরে কেন স্মর না।

নবীন ও বিপিনের সায়ংকালীন ভ্রমণ।

নবীন বিপিন নামে যুবা দুই জনে,
বাহিরিল একদিন প্রান্তর ভ্রমণে।
আমোদ প্রমোদে যায় হরষিত অতি,
দেখিবেক হাস্যময়ী প্রকৃতি মূরতি।

ক্রমে নগরের সীমা করি অতিক্রম,
প্রবেশ করিল মাঠে অতি মনোরম।
বিমল মলয়ানিল তথায় বহিছে,
পক্ষিকুল কলরবে কূজন করিছে।
কত শত গুল্ম আর ব্রতির উপরে,
বিকসিত সিত ফুল কত শোভা ধরে।
তরুণ শস্যের কিবা হরিত বরণ,
সুচিকণ সুশোভন প্রিয়দরশন।
এরূপ সুরম্য দেশে বসি দুই জন,
অবাক্ হইল হেরি প্রকৃতি ভবন।
নয়ন রঞ্জন, অতি সুশোভন সাজে,
সাজিয়া প্রকৃতি দেবী তথায় বিরাজে।
রাঙ্গারবি হেম ফুল জলদ কুন্তলে,
কে হেরেছে হেন শোভা এ ভব মণ্ডলে।
কপাল বিস্তার তাঁর প্রশস্তগগন,
লোহিত অম্বুদ* তাহে সিন্দূর ভূষণ।
অনন্ত দিগন্ত তাঁর হরিত অম্বর,
জলধি রসনা† হয় অতি শোভাকর ;

* অম্বুদ—মেঘ।
† রসনা—কটিভূষণ, চন্দ্রহার, গোট।

অশোক বান্ধুলি ফুল আর কোকনদে,
অলক্তক রূপে শোভে মনোহর পদে।
কোকিল কাকলী তাঁর সুমধুর ভাষ,
সুরভি শীতল বায়ু সুগন্ধি নিশ্বাস।
দেখিয়া দোঁহার মন মোহিত হইল,
অপার ভকতি রসে অমনি মজিল।
বিপিন বলিছে ভাই। সুধাই তোমায়,
কে সৃজিল এসকল, তিনি বা কোথায়।
কিরূপ তাঁহার রূপ, কোথা তাঁর ধাম,
কত বা শকতি তাঁর কিবা তাঁর নাম।
কোথা গেলে নিরখিব সেই শিল্পীবরে,
বলহে বিলম্ব আর সহে না অন্তরে।
নবীন বলিছে ভাই শুনহ বচন,
কোথায় করিবে আর তাঁর অন্বেষণ।
সর্ব্বদেশে সদা তিনি বিরাজিত হন,
জ্ঞাননেত্রে দেখ, হৃদে পাবে দরশন।
চিদানন্দময় রূপ অসীম শকতি,
দয়াময় নাম তাঁর ব্রহ্মাণ্ড বসতি।
এই যে সুমুখে শোভে অপার সংসার,
নিশ্চয় জানিবে ভাই রচনা তাঁহার।

সর্ব্বভূতময় সেই দয়ার সাগরে,
স্মরিলে কলুষভয় না রয় অন্তরে।
তাই ভাই! ভক্তিভাবে ভাব তাঁরে মনে,
ভ্রমণ করিবে যদি আনন্দকাননে।

তিমিরাচ্ছন্ন নিশীথ।

আহা মরি বিশ্বনাথ! নিশীথ সময়ে,
কি গম্ভীর ভাব বিভো দেখালে আমায়, *
কি অদ্ভুত রস† হ'ল উদিত হৃদয়ে,
কিরূপ হইল মন, বলা নাহি যায়।
অনুপম বাহ্য শোভা করি নিরীক্ষণ,
প্রেমে পুলকিত তনু হইল আমার।
অপূর্ব্ব সুষমাময় নিখিল ভুবন,
প্রকাশ করিছে হায়! মহিমা তোমার।

---

* অর্দ্ধ রাত্র সময়ে প্রকৃতির ভাব দর্শন করিলে মনে মনে যেন ঈশ্বরের এক অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য ভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

† কাব্যশাস্ত্রের সারভূত আস্বাদন; আদি, বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র, শান্ত,—এই নয় প্রকার। কেহ কেহ বাৎসল্যকেও রস বলিয়া থাকেন, তন্মতে রস দশ প্রকার।

তমোজালে* ঘেরিয়াছে সকল সংসার,
স্থল জল একাকার বুঝা নাহি যায়,
লেপেছে কে বিশ্ব যেন দিয়া মসীসার,
নানা বর্ণময়ী মহী শ্যামাঙ্গী দেখায়।

কে করিবে বস্তুতত্ত্ব করুক নির্ণয়,
সর্ব্বত্র সমান ভাবে সংশয় বিকাশে,
স্থাণু হেরি মানুষ বলিয়া জ্ঞান লয়,
পদে পদে পথিকের ভ্রান্তি মনে আসে।

নষ্টমতি দুষ্টাশয় যত নিশাচর,†
কাল পেয়ে বাহিরায় স্বকার্য্য সাধনে।
চারিদিকে চায়, যায় সভয় অন্তরে,
ধূলি দিয়া প্রহরীর সতর্ক নয়নে।

দূর্ব্বাদলে অবিরল খদ্যোতের দলে
সহসা হেরিলে হেন জ্ঞান হয় মনে,
স্বভাব-বণিক্ শ্যাম নিকষ উপলে,‡
পরীক্ষা করেছে যেন কসিয়া কাঞ্চনে।

* তমঃ—অন্ধকার। † নিশাচর—চোর।
‡ নিকষ—স্বর্ণ রৌপ্যাদির পরীক্ষা স্থান, কষ্টিপাথর।

জগতের যত জীব হ'য়েছে নীরব,
ঝিল্লী সব ঝিঁ ঝিঁ রব করিছে কেবল,
যে দিকে তাকাই, দেখি শান্তিময় ভব,
নাহি শুনি শোকধ্বনি নাহি কোলাহল।

নদী।

অবিদিত গিরিকুলে জনম তোমার,
নদি! তব নীচপথে নিয়ত প্রচার।
নক্র মীন হীন জাতি সহ কর বাস,
আকারে বক্রতা তব হ'তেছে প্রকাশ।
থাকিয়া তোমার কূলে যত তরুগণ,
নিরন্তর তব শোভা করয়ে সাধন।
দুকূলনাশিনি! তব গুণ কত কব,
অনায়াসে নাশ কর সেই তরু সব।
এইরূপে কত লোক তব নিন্দা করে,
কদাচ না সহে নদি! আমার অন্তরে;

শুন রে অবোধ নর! আমার বচন,
বিধাতার খাত নদী সুখের কারণ।
দেখাইলে যত দোষ সে সকল গুণ,
সহজে বুঝিতে যদি হইতে নিপুণ; *
সর্ব্বোপরি উচ্চ কুলে জনম নদীর,
করিতে উর্ব্বরা ভূমি ভাঙ্গে নিজ তীর।
যে লয় শরণ তারে কর স্থান দান,
ছোট বড় বিচার না করয়ে মহান্।
শুন রে নিন্দুক! সেই জলজন্তুগণে,
করে কত উপকার, ভাব দেখি মনে।
তটিনী বঙ্কিম ভাবে করিয়া গমন,
নিজ বেগ মন্দ করে সুখের কারণ।
যে পথে যাইলে হয় মহতের সঙ্গ,
তারে বল নীচ পথ একি তব রঙ্গ!
সুখ হেতু বিধাতার সৃষ্টি সমুদায়,
বোধের অগম্য তাহা, কে করে নিশ্চয়!
অতএব হিতকথা করহ শ্রবণ,
না বুঝে করোনা কারু দোষ দরশন।

* নিপুণ—গুণনির্ণয়ে কুশল।

অয়ি নদি! তব গুণ কব কত আর,
পর-উপকার হেতু জনম তোমার।
যে দেশ ভূষিত নয় তোমার প্রবাহে,
সে দেশে করিতে বাস মন নাহি চাহে।
তোমার সলিল পানে জীবন জুড়ায়,
অবগাহে তব জলে তাপ দূরে যায়।
তব জলে সুশীতল হইয়া মারুত*,
উপকূলবাসী জনে সুখী করে কত।
আহা মরি তরঙ্গিণি! দিবসের শেষে,
কত শোভা হেরি বসি তব তীরদেশে।
বিমল সলিল বহে কুল কুল স্বরে,
সুরঙ্গে তরঙ্গমালা তায় খেলা করে।
দুধারে হরিত বর্ণ ভূমি তৃণময়,
ধবল প্রবাহ মাঝে সুশোভিত হয়।
আহা মরি কি সুষমা† অতি মনোলোভা,
নীলাকাশে হয় যেন ছায়াপথ‡ শোভা

* মারুত—বায়ু।
† সুষমা—পরমশোভা।
‡ রাত্রিতে নীলবর্ণ আকাশের মধ্যভাগে শুভ্র নক্ষত্র সমূহ [illegible] [illegible] পথের ন্যায় যে অংশ পরিদৃষ্ট হয় তাহাকে ছায়াপথ কহে।

মিশরাদি দেশ তব নিতান্ত আশ্রিত,
বিধিমতে কর তুমি তাহাদের হিত।
তব করে তাহাদের জীবন মরণ,
তাই মা* বলিয়া তারা করে সম্বোধন।

স্তোত্র।

জয় বিশ্বপতি, অগতির গতি,
একমাত্র তুমি সার,
সকলি অনিত্য, তুমি এক নিত্য,
তব তত্ত্ব † বুঝা ভার।
নিখিল কারণ, অনাদিনিধন,
তুমি সকলের মূল,
তুমি নিরাধার, কিন্তু সর্ব্বাধার,
তুমি সূক্ষ্ম ‡ তুমি স্থূল §
তুমি শিবময়, অশিব নিশ্চয়,
তুমিই বিনাশ কর,

---

* নদীর জলে যে দেশের শস্য রক্ষিত হয় তাহাকে নদীমাতৃক দেশ বলে, এজন্য মিশর দেশের নদীই মাতা।

† তত্ত্ব—যাথার্থ, স্বরূপ।

‡ সূক্ষ্ম—পরমাণুবৎ, কারণরূপ।

§ স্থূল—জড় জগতের ন্যায় কার্য্যরূপ।

তুমি নিরঞ্জন, সাধুর জীবন,
অসীম শকতি ধর।
ওহে বিশ্বময়, হইয়া সদয়,
সদা শিব কর দান,
নিয়মে তোমার; নিখিল সংসার,
করে সুখসুধাপান।
বিধু দিনকর, তারকানিকর,
গগন গহন সব,
অনল অনিল, অচল সলিল,
প্রকাশে মহিমা তব।
ভূচর খেচর, আর জলচর,
চরাচরে* করে খেলা,
দেখি হয় মনে, যত জন্তুগণে,
মিলেছে করিতে মেলা।
হে মঙ্গলালয়! সৃষ্টি স্থিতি লয়,
সকলি তুমিই কর,
দেখিয়া কাতর, করুণা বিতর,
গুণাতীত গুণাকর।

* চরাচরে—জগতে।

স্বার্থ।

ধন্য ওরে স্বার্থ ! তোর কি বিষম কল,
নিয়ত ঘুরিছে তায় ভুবন সকল।
তোমার মহিমা কত কে বলিতে পারে,
হেলায় পাঠাও নরে সাগরের পারে।
ছাড়ি নিজ পরিজনে আর নিজ দেশে,
অনেকে বিদেশে থাকে তোমার আদেশে।
হইয়া তোমার দাস মানবনিকরে,
নিরন্তর লাঠালাঠি কাটাকাটি করে।
যাহা কিছু দেখি সব স্বার্থের বিষয়,
স্বার্থ হানি হ'লে কারু প্রাণে নাহি সয়।
ধন্য ওহে স্বার্থ ! তুমি ধর কত বল,
একেশ্বর এ ভুবনে তুমিই কেবল।
ন্যায় ধর্ম্মে* মন্ত্রী করি যদি কার্য্য কর,
তবেই তোমার কাজ হয় শুভঙ্কর।
কেবল তোমারে ধরি যদি কোন লোকে,
কার্য্য করে, হয় তবে নিন্দিত এ লোকে †।

* ন্যায় ও ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া স্বার্থসাধন করিলে কেহই নিন্দনীয় হয় না।
† লোকে—জগতে।

বড় লোকে তুচ্ছ ভাবে তোমারে সদাই,
ভুবন আত্মীয় তাঁর কেহ পর নাই।
সংসার আপন ভাবে যাহার হৃদয়,
তাঁর কাছে নিজ পর সব সম হয়।
স্বার্থ ত্যজি করে যেই পরার্থ ঘটন,
সেই ত পুরুষসিংহ* সংসার ভূষণ ;
স্বার্থ রেখে করে যেই পরার্থ সাধন,
সেও লোকে হ'তে পারে প্রশংসাভাজন।
স্বার্থ হেতু নাশ করে যেই পরহিত,
মানুষ রাক্ষস তারে বলাই উচিত।
নিরর্থক পরপীড়া করে যেই জন,
কি জানি কি বলে তারে সে জন কেমন!

বর্ষা বর্ণন

আইল বরষাকাল, কি সকাল কি বিকাল
দিবা বিভাবরী বারি বর্ষে,
জলচর জীবদল, হয়েছিল হতবল
জল পেয়ে কেলি করে হর্ষে।

---

* পুরুষসিংহ—পুরুষশ্রেষ্ঠ।

মহানন্দে ভেক সব, করি মক মক রব
বরষা রাজার জয় গায়,
শুষ্ক প্রায় জলাশয়ে, ছিল মীন ক্ষীণ হ'য়ে,
কুতূহলে খেলিয়া বেড়ায়।
সজল পাথার ভরে, খেচর উড়িতে নারে,
লয় তারা শাখীর শরণ,
নয়ন মুদিত করি, ভেজে বসি তরূপরি,
কেহ করে পাখা সঞ্চালন।
চাতক চাতকী চয়ে, তৃষ্ণায় আকুল হ'য়ে,
বরষার ভরসায় ছিল,
সুদিন পাইয়া তারা, ঊর্দ্ধমুখে বারিধারা,
পান করি প্রাণ বাঁচাইল।
নবীন মেঘের ঘটা,* তাহে বিজলীর ছটা,
ধবল বলাকা নীচে তার,
কি কব তাহার শোভা, সকলের মনোলোভা,
শ্যাম গলে যেন কুন্দহার।
অন্য দিকে ইন্দ্রধনু, সুরঙ্গে রঞ্জিত তনু,
শোভে যেন স্বর্গের তোরণ,

* ঘটা—সমূহ।

হায় বলিহারি যাই, সর্ব্ববর্ণ এক ঠাঁই,
নাই হেন নয়ন রঞ্জন।
ধরাতলে কুতুকিনী, শিখিসহ শিখণ্ডিনী,
কাদম্বিনী* হেরিয়া অম্বরে,
সুরঞ্জিত পুচ্ছ ধরি, মুখে কেকারব করি,
নাচিয়া বেড়ায় মদভরে।
ক্ষণে সেই জলধর, করি কত আড়ম্বর,
নভস্তল ব্যাপয়ে সকল,
গভীর গর্জ্জন রবে, শুনি স্তব্ধ হয় সবে,
ধরা যেন যায় রসাতল।
নিয়ত মুষলধারে, ঢালি জল, বসুধারে
পরিপূর্ণ করয়ে তখন,
জল দেখি কৃষীবল, হৃদয়ে পাইল বল,
ক্ষেতে ধায় করিতে রোপণ।
দিনপতি নিশাপতি, কোথা দিয়া করে গতি,
নাহি পারি করিতে সন্ধান,
প্রভাত কি সন্ধ্যাকাল, অথবা মধ্যাহ্নকাল
সব কাল দেখায় সমান।

* কাদম্বিনী – মেঘমালা।

যদি বেলা দুপ্রহরে, কভু হেরি দিনকরে,
ভানু ব'লে চেনা নাহি যায়,
না থাকে প্রখর কর, জ্ঞান হয় নিশাকর,
তাপদের সম্পদ কোথায় ?
প্রখর তপন করে, নদী সব ছিল মরে,
ঘনোদয়ে পাইয়া জীবন,
হয়ে হৃষ্টপুষ্ট কায়, দ্রুতপদে বেগে ধায়,
করিবারে পতি* দরশন।
পথে ধূলি ছিল যত, হ'লে তারা পদানত,
না সহিত উঠিত মাথায়,
অধিকারে বরষার, হইল কর্দ্দম সার,
পায়ে ধরি ধরায় লুটায়।
ফুটিল কেতকীফুল, ছুটিল ভ্রমর কুল,
মধুলোভে কুসুমে বসিল,
কাঁটায় ছিঁড়িল পাখা, পীত রজঃ, অঙ্গে মাখা,
মধুপান মাথায় উঠিল।
কদম্ব কুসুম সব, শোভা তার কত কব,
ফুটিয়াছে তরুর উপরে,

* পতি— সাগর।

কাঞ্চনে গঠন তার, উপরি হীরার তার,
বিধাতা গড়েছে নিজ করে ;
হেরি হেন হয় মনে, বরষার বরিষণে,
নিশি দিন ভিজিয়া ভিজিয়া,
ধরেছে বিষম শীত, তাই যেন রোমাঞ্চিত—
হইয়াছে অঙ্গ শিহরিয়া।
নিদাঘের কাল গেল, সুখের বরষা এল,
বাঁচা গেল জুড়ায় জীবন,
পাইয়া মেঘের জল, সবে হয় সুশীতল,
তরুলতা আর জীবগণ।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধাবসানে গান্ধারীর সমরক্ষেত্র দর্শন ও বিলাপ।

হায়! কে বুঝে কালের খেলা বিষম গহন,
এই অসার সংসার যেন নিশার স্বপন।
কভু অপার সুখের মেলা, কভু হাহাকার,
কভু উজ্জ্বল আলোক, কভু ঘোর অন্ধকার।

কভু রাজ্যপদ পায়, কভু পথের ভিকারী,
হায় কালের কুটিল গতি বুঝিতে না পারি।
দেখে গান্ধারীর দশা, দুখ হৃদয়ে না ধরে,
ছিল শত বীর পুত্র যার দুর্ব্বার সমরে,
তার বংশে বাতি দিতে কেহ রহিল না আর,
হায় কি কহিব কত সুখ ছিল যে তাহার।
হ'লো কুরুক্ষেত্রে রণবহ্নি নির্ব্বাণ যখন,
দেখে* সম্মুখে সমরক্ষেত্র গান্ধারী তখন,
যেন ইন্দ্রজালে মহামোহে কিংবা যোগবলে,
হেরি রণাঙ্গন ভাসে রামা নয়নের জলে।
হায় পতাকা শোভিত ভগ্ন রথ শত শত,
দেখে চূর্ণ হ'য়ে চারিদিকে পড়ে আছে কত।
কত অসংখ্য গজের যূথ পর্ব্বতের প্রায়,
গায়ে রক্তমাখা রণভূমে গড়াগড়ি যায়
কত পড়ে আছে নানাবর্ণ তেজীয়ান্ হয়,
করে সাধ্যকার সংখ্যা তার, গণনা না হয়।

---

* মহাভারতে বর্ণিত আছে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ হইলে গান্ধারী মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের বর প্রভাবে গৃহে বসিয়াই রণভূমি দেখিতে লাগিলেন। অনন্তর যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবগণ বেদব্যাসের আজ্ঞানুসারে কৃষ্ণ ও অসহায় ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রসর করিয়া কৌরব মহিলা গণের সহিত সেই রণক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েন।

কত বদ্ধপরিকর সেনা অশ্বারোহী দলে,
আছে দশনে অধর চাপি পড়ি রণস্থলে।
হ'য়ে যোধ-কুল প্রতিকূল দৈববশে হত,
করি বিকট মুখের ভঙ্গী পড়ে আছে কত,
আছে তার মাঝে কত বীর দৃঢ় বর্ম্ম গায়,
শিরে সুবর্ণ কিরীট শোভে খচিত হীরায়।
শোভে রুধিরাক্ত রণক্ষেত্রে তাহাদের কায়,
হেরি জ্ঞান হয়, নিদ্রা যায় লোহিত শয্যায়।
কত লক্ষ লক্ষ কাটামুণ্ড গড়াগড়ি যায়,
কত ছিন্ন হস্ত পদ আছে পড়িয়া ধরায়।
কত শেল শূল অসি চর্ম্ম মুষল মুদ্গর,
আর পরশু কার্ম্মুক গদা ভিন্দিপাল* শর।
পড়ে আছে সেই রণভূমি আচ্ছাদন করে,
হয় হৃদয় কম্পিত হেরে সে শস্ত্রনিকরে।
বহে রুধিরের নদী অতি ভীম দরশন,
রবে মহানন্দে রণস্থলে যত শিবাগণ।
কত শকুনি গৃধিনী সুখে শবমাংস খায়,
কত কাক চিল আদি উর্দ্ধে উড়িয়া বেড়ায়।

* ভিণ্ডিপাল—অস্ত্রবিশেষ।

আহা জয়দ্রথ ভীষ্ম কর্ণ আদি বীরগণ,
হয়ে রক্ত-সিক্ত দেহ সবে করেছে শয়ন।
হেরি গান্ধারী কাতরা কাঁদি কহিছে কেশবে,
হায় শোকে প্রাণ যায় কৃষ্ণ! দেখিয়া এ সবে।
দেখ পড়ে আছে রণভূমে মম সুত শত,
ইহা নয়নে দেখিতে হ'ল দুখ কব কত!
বুঝি আমা হেন পাপীয়সী নাই ত্রিভুবনে,
তাই এখনো বাঁচিয়া আছি দেখিয়া নয়নে।
হেরি দুর্য্যোধনে মূর্চ্ছাপন্ন হইল তখন,
পরে চেতনা পাইয়া সতী করয়ে রোদন।
শিরে করে করাঘাত মুখে হাহাকার রব,
বলে কেন বাছা! কি লাগিয়া হইলে নীরব।
আমি শত বীরমাতা দেখ কি দশা আমার,
আরে আর তো সহিতে নারি পুত্রশোকভার।
কৃষ্ণ! কি কব দুখের কথা দেখহ চাহিয়া,
আমি কহিতে না পারি, প্রাণ যায় রে ফাটিয়া।
সদা করিত সুস্বরে যারে বন্দিগণ স্তব,
এবে শুনে সে শ্মশানে শুয়ে শৃগালের রব।
মাখি অগুরু চন্দন অঙ্গে করিত শয়ন,
হায় দুর্গন্ধ রুধিরে মাখা সে অঙ্গ এখন।

কত সুন্দরী কিঙ্করী যারে করিত বীজন,
এবে সে করে শকুনি-পক্ষ-পবন সেবন।
আহা কুসুমশয়নে গায় বাজিত যাহার,
আছে কঠিন মাটিতে প'ড়ে, সহে কি আমার?
দেখ কৌরব পঞ্চাল বালা আর বধূগণ,
করে পাগলিনী বেশে রণভূমি দরশন।
হায়! দেখিয়া ওদের দুখ হৃদয় বিদরে,
দেখ, আকুল পরাণে সবে এসেছে প্রান্তরে।
কভু দিনমণি যাহাদের দেখিতে না পায়,
হায়! প্রান্তরে আসিয়া তারা কাঁদিয়া বেড়ায়।
করে বধূগণে নিরখিয়া গান্ধারী রোদন,
পড়ে বিবশা হইয়া পুনঃ ধরায় তখন—
আমি কি কহিব তাহাদের সে দুখের কথা,
তারা এক দৃষ্টে চেয়ে আছে যার যথা ব্যথা।
আহা হেরি তাহাদের দুখ প্রাণ ফেটে যায়,
যেন চঞ্চলা অচলা হ'য়ে প্রকাশে ধরায়।
হায়! নেত্রনীরে ধৌত সব নয়ন অঞ্জন,
তাই হইল কপোল কাল শ্যামল বসন।
ক্রমে এ শোকের একশেষ হইল যখন,
হ'য়ে জ্ঞানহীনা দেখে তারা সেই রণাঙ্গন।

হায়! ক্ষণকাল পরে পুনঃ পাইয়া চেতনা,
কাঁদে ধরায় পতিত হ'য়ে কুরুকুলাঙ্গনা,
সেই অস্ফুট রোদন ধ্বনি উঠিল গগনে,
আহা! পাষাণ বিদরে তাহা শুনিলে শ্রবণে।
কেহ সহসা সুতের মুখ দেখিয়া তথায়,
হায়! কি হইল বলি পড়ে অমনি ধরায়।
থাকে ক্ষণেক বিবশা হ'য়ে মিশে শবদলে,
পরে চেতনা পাইয়া পুত্রে কোলে করি বলে—
ওরে দুখিনী জীবন তুই হৃদয়ের ধন,
বল ভূতলে শয়ান আছ কিসের কারণ।
বাছা বিবর্ণ দেখিরে কেন ও বিধুবয়ান,
হ'ল কিসের লাগিয়া বল এত অভিমান।
কত দৈবফলে পেয়েছিনু পুত্র তোমা ধনে,
হায়! কি দোষে ত্যজিয়া যাও বধিয়া জীবনে?
ওরে হতবিধি! দিয়া নিধি করিলি হরণ,
কিছু বুঝিতে না পারি তোর বিচার কেমন।
কেহ দেখিয়া পিতার দেহ করে হায় হায়,
কাঁদে অধীরা হইয়া শোকে পড়িয়া ধরায়।
বলে সহিতে না পারি পিতঃ এ শোকের ভার,
হেরি দশ দিক্ শূন্যময় ভুবন আঁধার।

হায়! আর কি দেখিতে পাব ও রাঙ্গাচরণ,
কভু শুনিব কি আর সেই স্নেহের বচন।
আহা তেমন করিয়া, কেবা করিবে আদর,
দেখ তোমার নন্দিনী কাঁদে হইয়া কাতর।
নাই জগতে ভকতিপদ তোমা সম কেহ,
হায়! শূন্যময় হইয়াছে আমাদের গেহ।
কেহ সহোদরে হেরি কাঁদে করে হায় হায়,
পড়ে ছিন্ন মূল তরু যথা সহসা ধরায়।
বলে কোথা গেলে ওরে ভাই! ত্যজিয়া আমারে,
দেখ কাঁদিছে ভগিনী তব প্রান্তর-মাঝারে।
ভাই হইল বান্ধবহীন ধরণী এখন,
হেরি তোমা বিনা এ ভুবনে যেন জীর্ণবন।
আহা! এরূপে বিলাপ করে কুলবধূ যত,
শুনি হৃদয় বিদরে দুখে, আর কব কত।
পুনঃ চেতনা পাইয়া সেই গান্ধারী তখন,
কহে করুণবচনে কৃষ্ণে করি সম্বোধন!
দেখ কেশব! ধরিয়া কেহ পিতার চরণ,
হায়! হাহাকার করি কত করিছে রোদন!
কেহ ছিন্ন শিরঃ যুক্ত করে অন্য কলেবরে,
তাহা, নাহি হয় অবিকল ভিন্নরূপ ধরে।

কেহ পতি-দেহে পতি মুণ্ড করিল যোজন,
হেরি পদহীন পদ তার করে অন্বেষণ।
সবে এই ভাবে করে শবদেহের মিলন,
নাহি হেরি অনুরূপ, হয় সজল নয়ন।
ইহা বলিতে বলিতে পড়ে গান্ধারী ধরায়,
হায় দেখিতে দেখিতে শোকে চেতনা হারায়।
পরে চেতনা পাইয়া পুনঃ গান্ধারী তখন,
শিরে করে করাঘাত, কত করয়ে রোদন।

ঈশ্বর-পরায়ণের ব্যাকুলতা।

কোথা প্রিয়তম ! তুমি জীবনের ধন হে,
না হেরে তোমারে বুঝি, যায় এ জীবন হে।
অকূল পাথারে পড়ে হতেছি আকুল হে,
কাতর-বচনে ডাকি হও অনুকূল হে।
অন্ধকারে মরি আমি অন্ধের মতন হে,
তমোরাশি নাশ প্রভো ! দিয়া দরশন হে।
তোমার বিরহানলে জ্বলিছে জীবন হে,
নিভাও বরষি নাথ ! করুণা-জীবন* হে,
অন্তরে না সহে আর বিরহ তোমার হে,
পলকে প্রলয় জ্ঞান হ'তেছে আমার হে।
নাহি চাই ধন রত্ন হীরক কাঞ্চন হে,
নাহি চাই হয় হস্তী শোভন ভবন হে।
নাহি চাই উচ্চ পদ তুচ্ছ ভাবি তায় হে,
অন্য কোন প্রিয় ধনে মন নাই যায় হে।
কেবল তোমার কাছে এই ভিক্ষা চাই হে,
অন্তরে তোমারে যেন দেখিবারে পাই হে।

---

* জীবন—জল।

অন্তরের ধন তুমি জানত অন্তর হে,
দেখা দিয়া দুখ হর হতেছি কাতর হে।
না পেয়ে তোমারে নাথ ! আর কত দিন হে,
দুঃসহ বিরহ দুখ, সহিবে এ দীন হে।

দৃষ্টংকিমপি লোকেঽস্মিন্ ন নির্দোষং ন নির্গুণম্।
আবৃণুধ্বমতোদোষান্ বিবৃণুধ্বং গুণান্ বুধাঃ ॥